ছেলেরাও ফ্যাশন প্রেমী ফারিন সুমাইয়া

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ফ্যাশন। আর সেই পালা বদলে নতুন অনেক কিছু যুক্ত হয় সাজ সজ্জায়। মূলত ফ্যাশন বলতে তাই নিজেকে কতটা সুন্দরভাবে নতুনত্বের ছোঁয়ায় উপস্থাপন করা যায় তাই।

পোশাক থেকে শুরু করে এ বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাই পিছিয়ে নয় ছেলেরাও। মেয়েরা যেমন ফ্যাশন সচেতন তেমনি ছেলেরাও তাদের নিজেদের গুছিয়ে পরিপাটিভাবে উপস্থাপন করতে সচেতন। তবে ছেলেদের ফ্যাশনের অনুষঙ্গ এর তালিকা খুব একটা লম্বা নয়, কিন্তু তা সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা মূল বিষয়।

ছেলেদের ফ্যাশনের এ অনুষঙ্গ মানেই ঘড়ি, ওয়ালেট, মানিব্যাগ, বেল্ট, প্যান্ট, পারফিউম, জুতা, শার্ট, টি-শার্ট থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু। তবে নিজেকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে ছেলেদের হাত ঘড়ি বর্তমান ফ্যাশনের অনেক বড় একটি অংশ। স্টেইনলেস স্টিল কিংবা লেদারের সব দারুণ কম্বিনেশন আর ডিজাইনেবল সব ডায়েল ঘড়িকে আরও নতুনত্ব দিয়েছে। তাই যে কোন অনুষ্ঠানে আপনার হাতে থাকা ঘড়ি আপনাকে সবার থেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করবে।

ঘড়ির পরেই আসে পারফিমের বিষয়। যেহেতু ছেলেদের লম্বা সময় বাইরে থাকতে হয় তাই ঘাম থেকে ব্যাকটেরিয়া জš◌ে§ এলার্জি কিংবা স্কিনের নানা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিজেকে সব সময় ফ্রেশ রাখতে পারফিউম কিংবা বডি স্প্রে হতে পারে আপনার গ্র“মিং আইটেমের সদস্য।

খুচরা টাকা কিংবা দরকারি কাগজপত্র রাখতে ছেলেদের প্রয়োজনীয় একটি অনুষঙ্গ মানিব্যাগ কিংবা ওয়ালেট। এসব ওয়ালেটে যেমন মোবাইল রাখা সম্ভব তেমনি মানিব্যাগে প্রয়োজনীয় কাগজ এবং টাকা গুছিয়ে রাখা সম্ভব।

পোশাকের ক্ষেত্রেও অফিসিয়াল এবং ফর্মাল পোশাকে নানা বিষয়যুক্ত করা হয়েছে। রঙের ক্ষেত্রে অফিসিয়াল পোশাকের ক্ষেত্রে হালকা রং যেমন সাদা, ধূসর, বাদামি জাতীয় রঙের প্রাধান্য বেড়েছে। আর বেল্টের সঙ্গে মিলিয়ে জুতার কালেকশন পুরুষের ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপন করেছে ভিন্নভাবে। এ ছাড়া ফর্মাল পোশাকের ক্ষেত্রে ছেলেদের পছন্দের তালিকায় আছে শার্ট, টি-শার্ট কিংবা পাঞ্জাবি।

এছাড়া প্রসাধনীর ক্ষেত্রে ছেলেরা বর্তমানে অনেক বেশি সচেতন। চুলের ধরন বুঝে শ্যাম্পু কিংবা ত্বকের ধরন বুঝে ফেসওয়াশ, ক্রিম, লোশন কিনছেন ছেলেরা। অন্যদিকে যারা ব্যস্ত নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে সময় করে উঠতে পারেন না তারাও সময় বাঁচাতে অনলাইনের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করছেন।

প্রথমবার মা হলেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী এমা স্টোন

হলিউডের অস্কারজয়ী জনপ্রিয় অভিনেত্রী এমা স্টোন প্রথমবারের মতো মা হয়েছেন।

গত ১৩ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের লসঅ্যাঞ্জেলেসে সন্তানের জন্ম দেন এ অভিনেত্রী। তবে এতদিন পর মা হওয়ার সুখবর প্রকাশ পেলেও তিনি ছেলে নাকি মেয়ে জন্ম দিয়েছেন, তা জানানো হয়নি।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গণমাধ্যম মিররের এক প্রতিবেদনে এ খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

গেল ফেব্রুয়ারিতে বেবি বাম্পসহ ক্যামেরাবন্দি হয়েছিলেন এমা স্টোন।

২০১৯ সালে দীর্ঘদিনের প্রেমিক ডেভ ম্যাকক্যারির সঙ্গে বাগদানের পর ২০২০ সালে বিয়ে করেন তারা।

ম্যাকক্যারি জনপ্রিয় স্যাটারডে নাইট লাইভ অনুষ্ঠানের পরিচালক। ২০১৬ সালে এমা এ অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করতে গিয়ে ম্যাকক্যারির সঙ্গে সম্পর্ক জড়ান।

ডেভের আগে ‘লা লা ল্যান্ড’খ্যাত এই অভিনেত্রীর সম্পর্ক ছিল অভিনেতা অ্যান্ড্রু গারফিল্ডের সঙ্গে। বিয়ে করার প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন তারা। কিন্তু প্রায় চার বছর প্রেম করার পর ২০১৫ সালে তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।

৮৫ লাখ টাকায় শখ পূরণ করলেন নুসরাত

বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়ি কিনে শখ পূরণ করেন ঢাকাই সিনেমার আলোচিত চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া। আর তাই প্রায় প্রতি বছরই তার গাড়ি পরিবর্তনের কথা নয় শোনা যায়!

এবার ৮৫ লাখ টাকা দিয়ে একটি মার্সিডিজ কিনেছেন এ নায়িকা।

নতুন গাড়ি কেনার খবর গত বৃহস্পতিবার সামাজিকমাধ্যমে নিজেই জানিয়েছেন নুসরাত।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে তিনি লেখেন- ‘ওয়েলকাল হোম বেবি’।

ফারিয়ার নতুন গাড়ির মডেল মার্সিডিজ-বেঞ্জ সিএলএ২০০ ২০২০। সাদা রঙের এ গাড়িটির বাজার মূল্য ৮৫ লাখ টাকার মতো।

এর আগে ২০২০ সালের মার্চে কিনেছিলেন নীল রঙের টয়োটা সিএইচআর। ২০১৮ সালে নুসরাত ফারিয়া অডি এথ্রি মডেলের একটি গাড়ি কিনেছিলেন। তার আগে কিনেছিলেন টয়োটা জি করোলা।

যে কারণে ৭ বছর মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল আমির খান-জুহির

বলিউডে মিস্টার পারফেকসনিস্ট নামে দর্শক একজনকেই চিনে, তিনি হচ্ছেন— আমির খান। পর্দায় তার সঙ্গে জুহি চাওলার রসায়ন দর্শক একসময় গ্রহণ করেছেন। একসময় এই জুটির ছবি হিট হতো। শুধু পর্দায় নয়, বাস্তবে দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক বন্ধুত্বের। সেই আমির খান ও জুহি চাওলার মধ্যে কথা বলা বন্ধ ছিল প্রায় সাত বছর। মুখ দেখাদেখি

হয়নি তাদের। সম্প্রতি আমির খান বান্ধবীকে নিয়ে পুরনো সেই স্মৃতিচারণা করলেন।

আমির খানের প্রযোজনায় ‘রুবারু রোশনি’ নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনা করছেন স্বাতী চক্রবর্তী ভাটকাল। সেই প্রামাণ্যচিত্রের প্রচারে সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন আমির। সেখানে আমির জুহির সঙ্গে তার ঝামেলার কথা তুলে ধরেন।

বলিউড সুপারস্টার জানান, ‘ইশক’ ছবির শুটিংয়ের সময় সামান্য ঝামেলা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সে কারণেই তাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে।

আমির খান বলেন, ওই সময়টায় জুহি আমার পাশে এসে বসলে আমি উঠে চলে যেতাম। অন্তত ৫০ ফুট দূরে গিয়ে বসতাম। এমনকি শুটিং শেষ করে ফেরার সময় গুডবাইটুকুও বলতাম না। শুধু সিনের সময় কথা বলতেই হতো। আর কাজের জন্য খুব প্রয়োজনে কথা বলতে হলে সেটুকুও পেশাদার উপায়েই বলতাম।’

ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় আমির বলেন, ইশক ছবির শুটিংয়ের সময় সামান্য কারণেই জুহির সঙ্গে আমার ঝামেলা হয়। সেই সময় আমার ইগো মনে হয় একটু বেশিই ছিল। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, তার সঙ্গে আর কথা বলব না। এমনকি সেটে বসেও নয়। আমি তার থেকে একটু দূরত্ব রেখেই চলতে শুরু করি। আমি নিজেও জানি না, কেন আমি এ রকম করেছিলাম। এভাবে সাত বছর কেটে যায়।

ওই সময়ে আমিরের জীবনে ঘটে বড় এক অঘটন। প্রথম স্ত্রী রিনার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায় আমিরের। সেই সময় সব কিছু ভুলে আমিরকে ফোন করেছিলেন জুহি।

এর পর দুজনের মধ্যে আবার বন্ধুত্বে ফিরে আসা প্রসঙ্গে আমির বলেন, রিনার সঙ্গে জুহির ভালো সম্পর্ক ছিল। যখন আমাদের বিচ্ছেদ হয়, সেই সময় জুহি আমাকে ফোন করেন। আমাদের মধ্যে সমস্যা যাতে মেটানো যায়, সেই উদ্দেশ্যে। জুহি জানতেন, আমি ফোনটা না–ও ধরতে পারি। তবু তিনি করেছিলেন, যেটি আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছিল।

[redacted]!

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রতারণা করে বিয়ে করে স্বর্ণা হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা।

২৮ জনের বিষয়ে তথ্য না দিলেও কামরুল ইসলামের প্রতারিত হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে ডিএমপির ডিসি হারুন অর রশীদ বলেন, রোমানা স্বর্ণার বিরুদ্ধে আমরা এমন প্রতারণার অনেক অভিযোগ পেয়েছি। অনেককে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেইল করে সর্বস্বান্ত করেছে রোমানা। টেলিফোনে প্রতারিতরা এসব অভিযোগ করছেন। আমরা তাদের থানায় আসতে বলেছি।

প্রতারিত হওয়া প্রবাসী কামরুল ইসলাম জুয়েল বলেন, সে আমার সাথে প্রথমে ভাল সম্পর্কে করে। এরপর লালমাটিয়ায় ফ্ল্যাট কেনার নাম করে ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা নেয়। আমি দেশে আসার পর আমাকে বাসায় ডাকে। আমি যাই। গেলে তারা আমাকে কিছুটা একটা খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। এরপর আমার খারাপ ছবি তুলে নেয় ও আমার থেকে স্ট্যাম্পে সাইন নিয়ে নেয়। এভাবেই সে আমাকে জোর করে বিয়ে করে। তার মোবাইল, ঘড়ি, গাড়ি আর সবই আমার কিনে দেওয়া। আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে বললেও তা মিথ্যা। তাই আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি।

এরপর বিয়ের জন্য দেশে এনে জুয়েলকে কিছুদিন নিজের বাসায় আটকে রাখেন রোমানা। করেন বিয়েও। এসব শোনার পর নিজের আগের স্ত্রীর সাথে জুয়েলের ছাড়াছাড়িও হয়। রোমানা হঠাতই একদিন সুযোগ বুঝে ধারণ করেন জুয়েলের অন্তরঙ্গ নানা মুহূর্তের ছবি। এরপর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে রোমানা জোর করে স্ট্যাম্পে জুয়েলের সাক্ষর রেখে জায়গা জমি হাতিয়ে নেন। এরপর রোমানাও জুয়েলকে ডিভোর্স দেন।

পুলিশ বলছে, এই পরিবারের প্রতিটি সদস্যই বিপরীত লিঙ্গের সাথে একই প্রক্রিয়ার প্রেম ও বিয়ের সম্পর্কের অভিনয় করে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ডিএমপির ডিসি হারুন অর রশীদ বলেন, রোমানা, তার মা, তার ভাই ও ভাইয়ের বউ ও রোমানার ছেলে তারা সবাই এই ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। তিনি বিদেশ থেকে আসার পর বাসায় নিয়ে উলঙ্গ করে তার ছবি তুলে তারা। এরপর টাকা দাবি করে বসে। টাকা না দিলে সেই ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

মডেল স্বর্ণা পরেন ৪ লাখ টাকার ঘড়ি !

ব্ল্যাকমেইল করে কামরুল হাসান (৪৫) নামে এক সৌদি প্রবাসী ব্যবসায়ীকে বিয়ে করার পর থেকেই পালটে যেতে থাকে মডেল ও অভিনেত্রী রোমানা ইসলাম স্বর্ণার (৪১) জীবনযাপন। চলাফেরায় আসে চাকচিক্য। শুরু হয় বিলাসী জীবন। আর এসব হয় কামরুলের থেকে হাতিয়ে নেওয়া টাকা দিয়ে।

বিয়ের আগে ও পরে ওই প্রবাসীর কাছ থেকে মডেল রোমানা হাতিয়ে নেন প্রায় দুই কোটি টাকা।

ফ্ল্যাট ও গাড়ি ক্রয় এবং ব্যবসার কথা বলে দফায় দফায় নেওয়া অর্থ আত্মসাৎ শেষে ওই প্রবাসীকে তালাক দেন এই অভিনেত্রী।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে ‘ভালো যোগাযোগ’-এর ক্ষমতা দেখিয়ে হুমকি দেন কামরুল হাসানকে। সর্বশেষ আইনের দ্বারস্থ হলে গ্রেফতার হন রোমানা। এরপর থেকে তার বিরুদ্ধে এমন অসংখ্য অভিযোগ আসা শুরু হয়েছে পুলিশের কাছে।

এ ঘটনায় দায়ের মামলার তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এসব তথ্য।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, কামরুলের টাকায় কেনা গাড়ি দেখতে তাকে একদিন বাসায় ডাকেন রোমানা।

এরপর ব্ল্যাকমেইল করে নাশতার সঙ্গে চেতনানাশক মিশিয়ে উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল করে ছবি তোলে রোমানা ও তার পরিবারের সদস্যরা।

ধর্ষণ মামলার হুমকি ও সামাজিক মর্যাদা নষ্টের ভয় দেখিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয় প্রবাসী কামরুলকে। স্ট্যাম্পে নেওয়া হয় স্বাক্ষর। নিকাহনামায় নিজেকে বিধবা হিসাবে উল্লেখ করে রোমানা।

ভুক্তভোগী কামরুল জানান, বিয়ের পর তার জীবনটা বিষিয়ে ওঠে। ১০

লাখ টাকা দেনমোহরের পাশাপাশি নেওয়া হয় ৩৩ ভরি স্বর্ণ। এরপর তার চাহিদা বাড়তেই থাকে। কেনেন চার লাখ টাকা মূল্যের একটি ঘড়ি, দুটি নতুন মডেলের আইফোনসহ বিভিন্ন পণ্য।

তিনি আরও জানান, ২০১৯ সালের মার্চে বিয়ে করেন তারা। বিয়ের পর কামরুল সৌদি আরব চলে যান। সম্প্রতি তিনি দেশে আসেন। স্বর্ণাকে ফোন করলে সে রিসিভ করছিল না।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টার দিকে স্বর্ণার বাসায় যান তিনি। তখন সে বাসায় ফেরেনি। রাত ২টা ৪০ মিনিটে বাসায় ফিরলে স্বর্ণা জানিয়ে দেয়, তাকে অনেক আগেই সে তালাক দিয়েছে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় তাকে।

এর আগে রোমানার আরও দুটি বিয়ে হয়েছে বলে জানান কামরুল।

এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার স্বর্ণার বিরুদ্ধে কামরুল মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। সন্ধ্যায় লালমাটিয়া ডি-ব্লক-এর একটি বাসা থেকে স্বণাকে গ্রেফতার করা হয়।

মডেল স্বর্ণার যে ২ ছবি ফেসবুকে ভাইরাল

সাবেক স্বামীর মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর আলোচিত মডেল ও অভিনেত্রী রোমানা ইসলাম স্বর্ণার দুটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে।

এর মধ্যে একটি ছবিতে স্বর্ণা মদভর্তি গ্লাস হাতে বসে আছেন, অন্যটিতে তাকে ধূমপান করতে দেখা যাচ্ছে।

ছবি দুটি গত বছরের ২১ জানুয়ারি রোমানা ইসলাম স্বর্ণা নামের একটি অফিসিয়াল ফ্যান পেজ থেকে পোস্ট করা হয়।

তবে ১৬ হাজার ফলোয়ার সংখ্যার ওই পেজটি স্বর্ণার নিজের কিনা তা জানা যায়নি। পেজটি স্বর্ণার শতাধিক ছবি রয়েছে।

সর্বশেষ বরেণ্য অভিনেতা এটিএম সামছুজ্জামানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে একটি স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে ওই পেজ থেকে। সেখানে প্রয়াত অভিনেতার সঙ্গে স্বর্ণার একটি ছবিও পোস্ট করা হয়েছে।

তবে সাবেক স্বামীর মামলায় গ্রেফতারের পর আলোচনায় আসেন এ মডেল ও অভিনেত্রী। এরপর থেকে স্বর্ণাকে নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে নানা সমালোচনা চলছে। এর মধ্যেই তার গত বছেরর এ ছবি দুটি নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু করেছেন নেটিজেনরা।

সাবেক স্বামীর কাছ থেকে দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাজধানীর লালমাটিয়া স্বর্ণাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মোহাম্মদপুর থানার ওসি আব্দুল লতিফ গতকাল জানান, ২০১৫ সালে স্বর্ণা অভিনীত একটি সিনেমা মুক্তি পায়। এছাড়া একাধিক বিজ্ঞাপনের মডেলও ছিলেন তিনি।

২০১৮ সালে সৌদি প্রবাসী কামরুল হাসানের সঙ্গে ফেসবুকে স্বর্ণার পরিচয় হয়। ২০১৯ সালের মার্চে তারা বিয়ে করেন। এরপর কামরুল সৌদি আরব চলে যান। গাড়ি ও ফ্ল্যাট কেনা এবং ব্যবসা করাসহ নানা অজুহাতে কামরুলের কাছ থেকে এক কোটি ৪৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন স্বর্ণা।

সম্প্রতি কামরুল দেশে ফিরলে স্বর্ণা জানায়, সে কামরুলকে অনেক আগেই তালাক দিয়েছেন। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর কামরুল মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। সন্ধ্যায় লালমাটিয়ার বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

চিত্রনায়ক শাহীন আলম লাইফ সাপোর্টে

‘স্বপ্নের নায়ক’ ছবিতে অমর নায়ক সালমান শাহর সঙ্গে অভিনয় করে আলোচনায় আসা চিত্রনায়ক শাহীন আলমের অবস্থা গুরুতর।
কিডনিজনিত জটিলতা দেখা দিলে গত সপ্তাহে তাকে রাজধানীর আজগর আলী

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৬ মার্চ থেকে লাইফ সাপোর্টে আছেন শাহীন আলম। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে শাহীন আলমের পরিবার।

শাহীন আলমের ছেলে ফাহিম নূর আলম গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আগে থেকে বাবা কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। গত সোমবার তার জ্বর আসে। আর শনিবার তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে লাইফ সাপোর্টে আছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চেয়ে অভিনেতার ছেলে ফাহিম আরও জানান, হাসপাতালে অনেক খরচ হচ্ছে রোজ। আমাদের এত খরচ করার সামর্থ্য নেই। আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য কামনা করছি।

মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ের শুরু করেন শাহীন আলম। ১৯৮৬ সালের এফডিসির নতুন মুখের সন্ধানের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পান। তার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ‘মায়ের কান্না’, যেটি ১৯৯১ সালে মুক্তি পেয়েছিল।

তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে- ঘাটের মাঝি, এক পলকে, গরিবের সংসার, তেজী, চাঁদাবাজ, প্রেম প্রতিশোধ, টাইগার, রাগ-অনুরাগ, দাগী সন্তান, বাঘা-বাঘিনী, আলিফ লায়লা, স্বপ্নের নায়ক, আঞ্জুমান, অজানা শত্রু, দেশদ্রোহী, প্রেম দিওয়ানা, আমার মা, পাগলা বাবুল, শক্তির লড়াই, দলপতি, পাপী সন্তান, ঢাকাইয়া মাস্তান, বিগবস, বাবা ও বাঘের বাচ্চা।

নারী সেজে গৃহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানালেন চঞ্চল!

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গৃহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী।

সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি স্ট্যাটাস দেন চঞ্চল। সেখানে নারী সেজে একটি বিজ্ঞাপন চিত্রে অভিনয় করা একটি ছবিও পোস্ট করেন।

চঞ্চলের স্ট্যাটাসটি যুগান্তর পাঠকদের হুবহু তুলে দেওয়া হলো-

“বিশেষ একটি দিনে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা…ব্যাপারটা অনেকটাই লোক দেখানো।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে খুব ঘটা করেই, এ রকম অনেক দিবসই পালিত হয়।

‘….বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর’-এটা কি শুধুই কবিতার লাইন? নাকি আমাদের বোধে আর বিশ্বাসেও এই সত্যটা আছে?

বিশেষ একটি দিনে নয়…সারা বছরজুড়ে, ঘরে-বাইরে সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক…

করুনা নয়, যোগ্যতার বিচারে নারীর অগ্রযাত্রা অব্যহত থাকুক…

মাতৃরুপী সকল নারীই সৃষ্টির আদি ইতিহাস…”

স্ট্যাটাসের শেষে চঞ্চল লিখেছেন, তার পোস্ট করা ছবিটি একটি বিজ্ঞাপন চিত্রের। সেখানে তিনি নারী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। চরিত্রটি ছিল গৃহকর্মীর।

তাই বিজ্ঞাপন চিত্রের এ ছবিটি দিয়ে চঞ্চল চৌধুরী নারী দিবসে সব গৃহকর্মীকে সম্মান ও ভালোবাসা জানিয়েছেন।

75
Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button

রঙিন চশমা খুলে সত্যের দিকে তাকানো দরকার: জয়া

আন্তর্জাতিক নারী দিবস আজ সোমবার। দিবসটি উপলক্ষে একটি নিবন্ধন

লিখেছেন অভিনেত্রী জয়া আহসান।

দুই বাংলার জনপ্রিয় এ অভিনেত্রীর নিবন্ধনটি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

জয়া আহসানের নিবন্ধনটি যুগান্তর পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো-

‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস এলে আজকাল আমার কাছে শঙ্খ ঘোষের অতিপরিচিত সেই কবিতার চরণটিই মনে ফিরে ফিরে আসে, ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।’ পণ্য, ভোগ আর প্রচার—এসবের আতিশয্যে এই দিনটির মহিমা যেন ঢাকাই পড়ে গেছে। কী এক উত্তাল আকাঙ্ক্ষা থেকে এই দিনটির শুরু হয়েছিল, আর কনজিউমারিজমের ধাক্কায় দিনটি আজ কোথায় এসে পড়েছে।

যেই চেতনা থেকে এই দিনটি শুরু হয়েছিল, সেই চেতনাটি ফিরিয়ে আনা দরকার সবার আগে।

কী সেই চেতনা? ১৫ হাজার নারী সেই ১৯০৮ সালে নিউ ইয়র্কের রাজপথে নেমে এসেছিলেন। কেন? তাঁদের দাবি ছিল, তাঁদের কাজের সময়সীমাটা সহনীয় মাত্রায় নেমে আসুক। মজুরি সামান্য বাড়ুক। তাদের ভোটের অধিকার দেওয়া হোক। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় মেয়েরা যে চারদিন ধরে ধর্মঘট করেছিল, তাঁদের দাবি ছিল সামান্য—‘রুটি আর শান্তি’।

ভালোমতো খেয়াল করলে দেখব, আলাদা করে এসবে কিন্তু নারীর জন্য বিশেষ কোনো দাবি নেই। এর সবটাই মানুষ হিসেবে বাঁচারই দাবি। ব্যাপারটাই তা–ই। নারীর দাবি তো আসলে মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করারই দাবি।

নারীর এই দাবি সে অর্থে পুরুষের দাবিই বা হবে না কেন? পুরুষদেরও তো নিছক পুরুষ হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই বাঁচতে হবে। তারা যদি নারীর বাঁচার দাবির অংশ থেকে বেশিটা কেড়ে নেয়, তাহলে যে মনুষ্যত্বের মধ্যেই টান পড়ে।

কিন্তু যে দাবির জন্য মেয়েরা একদিন পথে নেমেছিল, এক শতাব্দীর বেশি সময় পেরিয়ে এসেও সে দাবির কতটা পূরণ হলো তাঁদের? এখনো যখন পথে–প্রান্তরে কলে–কারখানায় নারী শ্রমিকদের এই একই দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে দেখি, বিষণ্ণ হয়ে ভাবি, সভ্যতা তাহলে কত দূর এগোল? হ্যাঁ, আমাদের মতো সমাজের একটি অংশের কাছে কিছুটা

স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, এসেছে কিছুটা আরাম। বড় একটা অংশ তো পড়ে আছে বিভেদের দুর্ভাগ্যজনক একটা রেখার তলায়। ওঁদের বাঁচার দাবি এখনো অপূর্ণ।

এ জন্য বলতে চাই উদ্যাপনের চাকচিক্যে যেন নারী দিবসের চেতনাটা আমরা হারিয়ে না ফেলি।

আগের কথা দুটোর আভাসই যেন দেখতে পাই আমাদের দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে। এত এত নারীশ্রমিক যে যুক্ত হলেন এখানে, তাতে কী যে যুগান্তকারী একটা বদল ঘটিয়ে দিলেন তারা দেশের অর্থনীতিতে। বিদেশ থেকে যে ডলার আসছে, সেখানে বড় সংখ্যাটাই এসব দরিদ্র মেয়ের অবদান। তারা বদলাতে এসেছিলের নিজের জীবন, অথচ পাল্টে দিলেন সারা দেশের জীবনধারা। বিনিময়ে নিজেদের জীবন কতটুকুই বা বদলাতে পারলেন তাঁরা? যৎসামান্য।

মেয়েরা যে ঘরে ঘরে কাজ করছেন; সংসার সামলে, পরিবারের সবার ভালোমন্দ দেখে রেখে, সন্তান মানুষ করে শুধু নিজেদের নয়—পুরো সমাজটাকেই তারা এগিয়ে নিচ্ছেন। খবরে পড়েছিলাম, বাংলাদেশের অর্ধেকের কাছাকাছি নারী ঘরের কাজে যুক্ত, পুরুষেরা ১ শতাংশেরও কম। কী করুণ দৃশ্য।

এই আমাদের চারপাশের দেশগুলোর ছবিও তো এর চেয়ে বড় রকমের আলাদা কিছু হওয়ার কারণ নেই। এর হিসেব তো আমরা নিচ্ছি না। এসব নিয়ে কথা হচ্ছে বিস্তর, কিন্তু কোনো একটা জায়গায় আমাদের হৃদয় সেখান থেকে নিদারুণভাবে বিচ্ছিন্ন। সে জন্য কথা হলেও কোনো কাজ হচ্ছে না।

এই যে বৈষম্য, কোভিড–১৯ অতিমারির পরে তা আরও গভীর হয়ে উঠেছে। একটা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, অসম্ভব এই সময়ে মেয়েদের ওপরে যৌন নির্যাতন বহুগুণ বেড়ে গেছে। গবেষণা বলছে, নারী আর পুরুষের মধ্যে গত ২৫ বছরে যতটুকু সমতা এসেছিল, এই অতিমারি সেটি ধুয়ে–মুছে দিয়েছে। গবেষণা বলছে আরও নিষ্ঠুর কথা, আগামী এক শতাব্দীতেও নাকি নারী আর পুরুষের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ছবিটি যখন এমনই বিষণ্ণ, রঙিন চশমাটা খুলে তখন সত্যের দিকে সোজা চোখে তাকানো দরকার। উদ্যাপনের আগে দরকার কর্তব্য, আমাদের যার যার দিক থেকে।

আমি এসব কথা যে বলছি, তার মানে এই নয় যে আমি হতাশ। আমি বরং

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button